যুগান্তর

তারিখ 04 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্প

ব্যয় বাড়ছে ৯৩২ কোটি টাকা

মামুন আব্দুল্লাহ

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে চলমান প্রকল্পের ব্যয় দ্বিগুণ করা হচ্ছে। এতে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও কানাডিয়ান সংস্থা সিডার পক্ষ থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এতে প্রকল্পের ব্যয় ১০৯ ভাগ বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১ হাজার ৭৮২ কোটি টাকায়। এ ব্যয় বাড়বে আগের চেয়ে ৯৩২ কোটি টাকা বেশি। মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনী অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সভায় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা সভাপতিত্ব করবেন। জানা গেছে, প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংশোধনীতে স্কিল অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি) শীর্ষক প্রকল্পে মোট ব্যয় হচ্ছে ১ হাজার ৭৮২ কোটি ১৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও সিডার সহায়তার বাইরে ২৩২ কোটি ৩ লাখ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে।

> মঙ্গলবার একনেকে অনুমোদন বিশ্বব্যাংক ও সিডা দিচ্ছে ৮০০ কোটি

বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগতমান বাড়ানো হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সূত্র জানায়, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কারিগরি শিক্ষা প্রদানে দ্বিতীয়বারের মতো সহায়তা বাড়াচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক ও কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) প্রথমে ৫৭৩ কোটি ৩৯ লাখ ৯৪ হাজার টাকা দিলেও পরে এটা বাড়িয়ে ৭৭২ কোটি ৯ লাখ ৭ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে দ্বিতীয়বারের মতো বাড়ানোর ফলে বিশ্বব্যাংকের সহায়তার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭৭৮ কোটি ২ হাজার টাকা। আর দুই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ ও অনুদান মিলে মোট সহায়তার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১ হাজার ৫৫০ কোটি ৯ লাখ ৭২ হাজার টাকা। সূত্র জানায়, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে দেশে-বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলো এ চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছে না। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা, যন্ত্রপাতির অভাব ও অপ্রতুল অবকাঠামো। এসব বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্বাচিত ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যথা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এসএসসি ভোকেশনাল কার্যক্রমে যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় যোগ্য হিসেবে বিবেচিত সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কমবেশি ৫০ শতাংশকে আর্থসামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়া হয়ে থাকে। ফলে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে প্রশিক্ষণার্থীসহ সব প্রশিক্ষণার্থীকে কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে 'ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল' ও 'ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান, এসএসসি (ভোকেশনাল) কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ শক্তিশালী হচ্ছে। এছাড়া কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সংস্থা যেমন কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার সার্বিকভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করছে। সরকার টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং খাতকে ফোকাস খাত হিসেবে গণ্য করছে। যাতে দেশ-বিদেশে চাহিদা আছে— এমন খাতে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনশক্তি জোগান দেয়া যায়, এ লক্ষ্যে সরকার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তা কাজে লাগাতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে।